শিক্ষক রাজনীতির শিকার নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা

ধর্মঘটে ১ কোটি ৩৮ লাখ শিক্ষার্থীর টানা ২৭ দিন লেখাপড়া বন্ধ

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

টানা ২৭ দিনের শিক্ষক ধর্মঘটে শিক্ষাবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন। মূলত শিক্ষক রাজনীতির ধারাবাহিকতায় ডাকা এ ধর্মঘটের কবলে পড়ে চলতি বছরে ২৯ হাজার ৫৫৯ স্কুল-কলেজ-মদ্রাসায় অধ্যয়নরত ১ কোটি ৩৮ লাখ ৪০ হাজার ১৬৪ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্মঘটের কারণে এ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস থেকে ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে পিছিয়ে পড়েছে, তা আর পূরণ করা সম্ভব নয় বলে ধর্মঘটী শিক্ষকরাই মনে করছেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত সমর্থক বলে পরিচিত দেশের প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর অন্তত চার ডজন শিক্ষক

তারিখ AUG 01 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

যায়যায়দিন

সংগঠনের দেয়া নানা কর্মসূচি গড়িয়ে বেড়াচ্ছে এখন রাজপথ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এবারের এ ধর্মঘটসহ বিভিন্ন সরকারের সময়ে গত ৩৫ বছরে দেশের শুধু মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে ৪৩৫ দিন অর্থাৎ প্রায় দেড় বছর স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালন করেছেন। এর মধ্যে স্বাধীনতা-পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সময় ১০৪ দিন, জিয়াউর রহমানের সময় ৭৫ দিন, এরশাদ সরকারের ৯ বছরে ১২০ দিন, গত বিএনপির সময় ৬০ দিন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ৪৯ দিন এবং বর্তমান সরকারের এবারের মেয়াদে এ পর্যন্ত ২৭ দিন ধর্মঘট. পালন করেছেন শিক্ষকরা।

পৃ১৫ // কঃ৬

শিক্ষক রাজনীতির শিকার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ধর্মঘটে থাকা শিক্ষকদের দিয়ে দেশে এখন পরিচালিত হচ্ছে মোট ১৭ হাজার ৭৪৪টি স্কুল। কলেজ আছে ২ হাজার ৯২৮টি আর বেসরকারি মদ্রাসা রয়েছে ৮ হাজার ৮৯৭টি। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ৪ লাখ ১২ হাজার ৫২৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১ লাখ ৭ হাজার ৭১০ জন কর্মচারী। গত ৫ জুন থেকে এ শিক্ষক-কর্মচারীদের চারটি মোর্চার পর্যায়ক্রমে ডাকা লাগাতার ধর্মঘটে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রছাত্রীরা অসহায়ের মতো লেখাপড়ার বাইরে আছে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে এ ধর্মঘটে ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা পুষিয়ে দেয়ার জন্য ধর্মঘটী শিক্ষকরা পরে বাড়তি সময় ক্লাস নেয়া বা প্রয়োজনে রাতের শিফটে ক্লাস নেয়া হবে বলে দাবি করলেও রাজধানীর একাধিক নামিদামি স্কুল-কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালরা জানান, শিক্ষকদের এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়।

শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিভিন্ন সরকারের সময় শিক্ষক সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার কারণে শিক্ষক রাজনীতি এখন পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। যে মন্ত্রীরা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন তৈরি করেছেন, তারাই এখন সে মন্ত্রীদের কথা
ছেন না।
ি-দাওয়া প্রায় একই রকম হলেও শুধু
নৈতিক ও শীর্ষ নেতাদের বিভেদের
ণে এক হয়ে আন্দোলন করতে
ছেন না শিক্ষকরা। ফলে শিক্ষকদের
য্য দাবিগুলোও বছরের পর বছর থেকে
চ্ছ অনাদায়ী।
দুই মাসে দেশের অন্তত ৫০টি শিক্ষক
ঠন বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীসহ সারা
শ ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট, প্রতীকী
শন, আমরণ অনশন, বিভিন্ন রকম
বিরতি, মিছিল-মিটিং, স্মারকলিপি
নসহ কমপক্ষে সহস্রাধিক কর্মসূচি
ন করেছে। কিন্তু এ তিন মাসের মধ্যে
ল্লেখযোগ্য কোনো দাবি আদায়ে
কারকে বাধ্য করতে পারেনি তারা।
টা কোনো কোনো সংগঠনের কর্মসূচি
্যকর পর্যায়ে ঠেকেছে। চলতি মাসে
টি সংগঠনের নেতারা মহাসমাবেশের
তা বড় কর্মসূচি দিয়েও তা স্থগিত
রছেন। এর আগে অনশন কর্মসূচির
 দিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই
ৎ করে তা প্রত্যাহার করে নেয় একটি
ক্ষক সংগঠন।
ভিযোগ উঠেছে, নতুন নতুন শিক্ষক
গঠন আর জোট করে উপরের সারির
ক্ষক নেতারা সরকারের কাছ থেকে
ক্তিগত সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন।
বার বিরোধী দলঘেঁষা শিক্ষক
গঠনগুলো নির্বাচনকে সামনে রেখে
দের অবস্থান জানান দিয়ে চলেছে। যাতে
তায় গেলে দল তাদের নেতাদের
্যায়ন' করে। দেড় মাস আগে চাকরি
তীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত
রকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি
গঠন বড় রকমের আন্দোলন করে
কারের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সচকিত করে
লে। কিন্তু পরে সে সংগঠনের নেতারাই
যোগ করেন, তাদের এক শীর্ষ পর্যায়ের
া ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়ে আন্দোলন
সূচি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য
রছেন। এ সংগঠনটি আবারও গত
বার একই দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে
ব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
জ নিয়ে জানা যায়, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া
 ওঠায় দেশে এখন কতোটি শিক্ষক
ঠন রয়েছে তা যেমন সাধারণ
ক্ষকরা জানেন না, তেমনি জানে না শিক্ষা
শ্লিষ্ট দফতরগুলো। কারণ অধিকাংশ
ক্ষক সংগঠনই চলছে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া।
ার একই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার
 সক্রিয় রয়েছে একাধিক সংগঠন।
শ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের
টি সংগঠন একই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার
হার করছে।
ীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে
ক্ষক সংগঠনগুলোর নানা কর্মসূচি ও
বোর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে

সরকারবিরোধী দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে আছে। এক্ষেত্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থক সংগঠনই বেশি। আছে জামায়াতে ইসলামীপন্থী শিক্ষক সংগঠনও। শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে এমন নেতাও আছেন যারা সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। আবার পেশাগতভাবে শিক্ষক নন এমন নেতার নেতৃত্বেও চলছে কোনো কোনো সংগঠন। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সংগঠন ও বর্তমানে আন্দোলনরত মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের দুটি সংগঠন। এমনকি এক শ্রমিক নেতা হয়েও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন এক নেতা। বর্তমানে একশ' ভাগ বেতন-ভাতার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক মোর্চাগুলোর মধ্যে সরকার ও বিরোধী দল সমর্থক দুটি মোর্চার প্রধান দুই শিক্ষক নেতাই অশিক্ষক। সরকার সমর্থক একটি মোর্চার এদেরই একজন সম্প্রতি কোর্টের নির্দেশে শিক্ষকতা হারিয়েছিলেন। বিরোধী দল সমর্থক অন্য একটি শিক্ষক মোর্চার এক শীর্ষ নেতাকে দুর্নীতির দায়ে কলেজ থেকে বাদ দেয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশে শিক্ষকদের সংগঠনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু হয় এরশাদের আমলে। সে সময় এইচএম এরশাদ নিজে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি হয়েছিলেন। তারপর বিগত আওয়ামী লীগ ও বর্তমান জোট সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে গত ১০ বছরে গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক সংগঠন।

জানা যায়, দেশে শিক্ষক সমিতি নামেই আছে আটটি সংগঠন। যেগুলোর নেতৃত্বে আছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতারা। বর্তমান সরকারের আমলে দেশে চারটি নতুন জোট সংগঠন ও ৩০টি নতুন শিক্ষক সংগঠন জন্ম নিয়েছে। আর এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে দায়ী করছেন শিক্ষক নেতারা নিজেরাই। বর্তমানে একশ' ভাগ বেতন-ভাতার দাবিতে আন্দোলনরত চারটি মোর্চার মধ্যে সরকার সমর্থক দুটি মোর্চার নাম 'শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট'। জানা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষামন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দ্বন্দ্বে সংগঠনটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে এখন কার্যক্রম চালাচ্ছে।

বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষকদের যে চারটি প্রধান জোট সংগঠন রয়েছে তার মধ্যে দুটি সরকারপন্থী ও অন্য দুটি আওয়ামীপন্থী হিসেবে পরিচিত। সরকারপন্থী সংগঠন দুটো হলো অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ও অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষক সমিতি ঐক্যজোট। আবার সরকার ও বিরোধী দলপন্থী এসব শিক্ষক সংগঠনের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে চরম বিরোধ। কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রীকে অতিথি করে সরকারপন্থী একটি শিক্ষক জোটের আয়োজিত সম্মেলন নিজেদের মধ্যে বিরোধের কারণে স্থগিত হয়ে যায়। এখনো এ দুই মোর্চার শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। ফলে চলতি আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে সরকারপক্ষের দেয়া আলোচনার জন্য এক টেবিলে বসতেও রাজি নন এ নেতারা। অভিযোগ রয়েছে. শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের একাংশ শিক্ষামন্ত্রীর এবং অপরাংশ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। যদিও মাত্র কয়েক মাস আগেও প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন মোর্চার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের ছিল সরব উপস্থিতি। কিন্তু এখন এ দু'জন দুই মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, শরীফুল ইসলামের সঙ্গে বিরোধের পর থেকে তার সংগঠনের নেতা সেলিম ভূঁইয়াকে দিয়ে নতুন শিক্ষক মোর্চা গঠন করেন শিক্ষামন্ত্রী।

সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর সুবিধা, বোর্ডের সদস্য সচিব করা না করা নিয়ে এ বিরোধ আরো চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এমনকি চলমান শিক্ষক আন্দোলনে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি না হওয়ায় এ সংগঠনের নেতাদের শান্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ডেকে পাঠানো হয়।

এছাড়া আওয়ামীপন্থী হিসেবে পরিচিত
আউয়াল সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ
শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। শিক্ষ
কর্মচারী ফ্রন্ট তাদের দাবি আদায়ের লে
আগামী ২৩ আগস্ট ঢাকায় হরতালের ড
দিয়েছে। বিরোধী দলের আন্দোলনের স
সাদৃশ্যপূর্ণ নৌপথ, রেলপথ অবরোধে
মতো কর্মসূচিও দিয়ে রেখেছে
সংগঠনটি। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে
প্রতাপশালী শিক্ষক নেতা কাজী ফারুকে
পরামর্শেই আগামী দিনে আওয়ামী লী
ক্ষমতায় এলে শিক্ষানীতি গৃহীত হবে ব
বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানী
নেতা সম্প্রতি বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলেছেন
আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ও মদ্রাসা শিক্ষ
পরিষদ নামে জামায়াতে ইসলামী সমর্থি
দুটি শিক্ষক সংগঠন তাদের কর্মক
চালিয়ে যাচ্ছে এ সরকারের সময় থেকে
মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন জমিয়াতু
মোদাররেছীনের সঙ্গে বিরোধ থে
জামায়াত এমপি মাওলানা দেলাওয়
হোসাইন সাঈদীর নেতৃত্বে গঠিত হয়ে
মদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ।
এছাড়াও বর্তমান সরকারের আমলে গঠি
অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে রয়ে
আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, মদ্রাসা শিক্ষ
সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক ফ্রন্ট, বাংলাদে
শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ও জাতী
শিক্ষক সমিতি ঐক্যজোট।
এছাড়াও রয়েছে সরকারি কলে
শিক্ষকদের প্রধান সংগঠন বিসিএস সাধা
শিক্ষা সমিতি। সম্প্রতি এটি ভেঙে গঠি
হয়েছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শি
অ্যাসোসিয়েশন। এমনকি দেশে মাত্র
হাজার ৭৭৮টি কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলে
শিক্ষকদের একটি এবং সরকারপন্থী
সরকারবিরোধী হিসেবে পরিচি
'বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষ
সমিতি' নামে আরেকটি সমিতি রয়েছে।
দুটি গ্রুপই গত মাসে চাকরি জাতীয়করণে
দাবিতে জাতীয় শহীদ মিনার ও মুক্তাঙ্গ
অনশন শুরু করেছিল। কিন্তু অনশনের ম
চার দিনের মাথায় সরকার সমর্থ
সংগঠনটি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবে
হাতে জুস খেয়ে এবং সরকারবিরো
অংশটি আওয়ামী লীগ নেতা আমি
হোসেন আমুর হাতে জুস খেয়ে অন
ভেঙে কোনো দাবি আদায় না করেই বা
ফিরেছে। একইভাবে আওয়ামী লী
নেতার 'পকেট সংগঠন' হিসেবে পরিচি
বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অ
একটি সংগঠন ১ আগস্ট থেকে আবার
লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।
বিএনপিপন্থী অন্য শিক্ষক সংগঠনগু
হলো মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি ও সরকা
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশন অ
গভর্নমেন্ট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, সরকা
মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি ও সরকা
প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।
বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি না
বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের তিন
সক্রিয় সংগঠন আছে বলে জানা গেছে
অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলাম, সিরা
মাহামুদ ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমে
নেতৃত্ব দিচ্ছেন এ সংগঠনগুলোর। রয়ে
বেসরকারি কলেজ অধ্যক্ষদের নিয়ে অধ্য
পরিষদ। আছে বেসরকারি কলেজ অধ্য
সমিতি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক-কর্মচ
ঐক্যজোট সভাপতি ও সরকারপ
হিসেবে পরিচিত প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্য
এম শরীফুল ইসলাম যাযাদিকে বলে
আমাদের দেশে রাতারাতি সংগঠন গজিয়ে
ওঠে। আর সংগঠন হলেই নেতা বনে য
অনেকে। এসব সংগঠনের কিভাবে জ
কি গঠনতন্ত্র তা তারা নিজেরাই জানে ন
তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়েই বা
শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধ। সে জ
শিক্ষকদের সমস্যাগুলো সমাধানে সুযে
নেয় সরকার। একে দুর্ভাগ্যজনক বলে
মন্তব্য করেন এ শিক্ষক নেতা।
সরকারবিরোধী শিক্ষক নেতা হিসে
পরিচিত জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টে
সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ
সম্পর্কে যাযাদিকে বলেন, দেশে মাধ্যমি
স্তরে শিক্ষকদের প্রায় ১২টি সংগঠ
রয়েছে। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি
রেজিস্টার্ড প্রাইমারি শিক্ষকদের রয়ে
পৃথক সংগঠন। তিনি বলেন, শিক্ষকদে
মধ্যে বিভাজন হলে সরকারের সুবিধা হয়
তাই সরকার শিক্ষকদের বিভাজন তৈরি